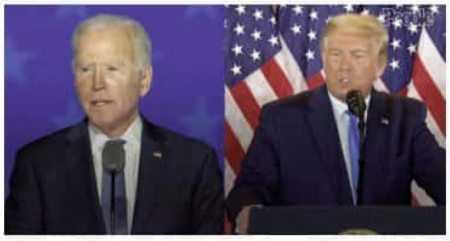

গণনা শেষে বাইডেন ৩০৬, ট্রাম্পের ঝুলিতে মাত্র ২৩২

ওয়াশিংটন, ১৪ নভেম্বর: ১০ দিনে শেষ হল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের গণনা। শনিবার নর্থ ক্যারোলিনা এবং জর্জিয়ায় ভোটের গণনা-পুনর্গণনা পর্ব শেষে সে দেশের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত চূড়ান্ত ফল জানাচ্ছে, ইতিমধ্যেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী ঘোষিত ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন পেয়েছেন ৩০৬টি ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট। তাঁর রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী তথা বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঝুলিতে ২৩২টি। পুনর্গণনার পরেও জর্জিয়ায় জিতেছেন বাইডেন। ওই প্রদেশের ১৬টি ইলেক্টোরাল ভোটের দখল নিয়েছেন তিনি। যদিও দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মোট প্রাপ্ত ভোটের (মার্কিননির্বাচনী পরিভাষায় 'পপুলার ভোট') ব্যবধান সামান্য। বাইডেন ৪৯.৫ শতাংশ এবং ট্রাম্প ৪৯.২ শতাংশ। অন্য দিকে, নর্থ ক্যারোলিনার ১৫টি ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট পেয়েছেন ট্রাম্প। ওই প্রদেশে ৫০ শতাংশ পপুলার ভোট পেয়েছেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট। তবে এখনও সরকারিভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল ঘোষিত হয়নি। ইলেক্টোরাল কলেজের ৫৩৮ ভোটের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় 'ম্যাজিক ফিগার' ২৭০ আগেই ছুঁয়ে ফেলায় জয়ী ঘোষিত হন বাইডেন।

চার বছর আগে, ২০১৬ সালের ভোটের ফল ছিল ঠিক উল্টো। সে বার ইলেক্টোরাল কলেজের ৩০৬টি ভোট রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পের পক্ষে গিয়েছিল। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হিলারি ক্লিন্টন পেয়েছিলেন ২৩২টি। অর্থাৎ দু'বারই 'ম্যাজিক ফিগার'-এর চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে, এবং প্রতিদ্বন্দ্বিকে একই ব্যবধানে হারিয়ে 'দৌড়' শেষ করলেন জয়ী প্রার্থী। সামগ্রিক ভাবে পপুলার ভোটের হিসেবে অবশ্য পিছিয়ে রয়েছেন ট্রাম্প। ২০১৪ সালেও পপুলার ভোটে পিছিয়ে ছিলেন তিনি। সে বার আমেরিকার ভোটদাতাদের ৪৮ শতাংশ সমর্থন করেছিলেন হিলারিকে। ৪৬ শতাংশের একটু বেশি ভোট পেয়েও ইলেক্টোরাল কলেজের পাটিগণিতে জয়ী হন ট্রাম্প। এ বার পপুলার ভোটে ট্রাম্পকে ছাপিয়ে গিয়েছেন বাইডেন। প্রায় ৫১ শতাংশ ভোটদাতার সমর্থন পেয়েছেন তিনি। ট্রাম্প পেয়েছেন ৪৭ শতাংশের সামান্য বেশি।

ভোট বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্প বার বার জনমনে বিদ্বেষকে খুঁচিয়ে তুলে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করলেও তাতে সাড়া দেননি ভোটদাতাদের বড় অংশই। বিশেষত শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত ভোটদাতারা বিষয়টি ভালো চোখে দেখেননি। গত ৪ বছরে ট্রাম্প সরকারের নানা 'জনবিরোধী' পদক্ষেপে ভোটারদের একটা বড়ো অংশ অসন্তুষ্ট।

যদিও ভোটের ফল জানাচ্ছে, গ্রামাঞ্চলের ভোটের হিসেবে বাইডেনের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন ট্রাম্প। সাধারণত আমেরিকার গ্রামাঞ্চলের ভোটদাতাদের সমর্থন রিপাবলিকান পার্টির দিকেই থাকে। ট্রাম্প সরকারের বিরুদ্ধে বাইডেন করোনা অতিমারি সঙ্কট মোকাবিলায় ব্যর্থতার অভিযোগ তুললেও গ্রামাঞ্চলের ভোটদাতারা তা উপেক্ষা করেছেন।

- চার বছর আগে, ২০১৬ সালের ভোটের ফল ছিল ঠিক উল্টো
- সে বার ইলেক্টোরাল কলেজের ৩০৬টি ভোট ট্রাম্পের পক্ষে গিয়েছিল
- ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হিলারি ক্লিন্টন পেয়েছিলেন ২৩২টি

স্ত্রীকে সাহায্য করতে এবার চাকরি ছাড়ছেন হ্যারিসের স্বামী

নিউ ইয়র্ক, ১৪ নভেম্বর: পেশায় আইনজীবী ডগলাস এমহফ 'ডিএলএ পাইপার' নামে একটি ল ফার্মে কাজ করতেন। সেখানে তিনি মূলত বিনোদন, খেলাধুলো ও গণমাধ্যম ক্ষেত্রের মামলাগুলো দেখতেন। ২০১৭ সালে তিনি ওই ল ফার্মে যোগ দেন, তিনি ফার্মের অংশীদারদের একজন। ২০২১ সালের ২০ জানুয়ারি আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট শপথ নেবেন। ওই শপথ অনুষ্ঠানের আগেই এমহফ চাকরি ছাড়বেন। এমনটাই জানিয়েছে বিবিসি।

৫৬ বছরের এমহফ গত অগাস্ট থেকেই ছুটিতে। ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী জো বাইডেন অগাস্টে তার রানিংমেট হিসেবে কৃষ্ণাঙ্গ-ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিসকে বেছে নেওয়ার ঘোষণার পরপরই নিজের কাজ ছেড়ে স্ত্রীর নির্বাচনী প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েন এমহফ। অনেকে এই সময় এমহফকে ডেমোক্র্যাটদের নির্বাচনী প্রচারের 'গোপন অস্ত্র' বলেও বর্ণনা করেছেন। এমহফ নির্বাচনী প্রচারে বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার চালানোয় বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। হ্যারিস প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ এবং প্রথম মহিলাহিসেবে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় এমহফও এখন দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ইতিহাসে ঢুকে গেছেন। কারণ, তিনিই যে আমেরিকার প্রথম 'সেকেন্ড জেন্টালম্যান'।

স্ত্রীকে নিয়ে দারুণ গর্বিত এমহফ গত মাসে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ''আমি অফিস-আদালতে আরও মহিলার অংশগ্রহণ দেখতে চাই এবং আমি চাই মহিলাদের সাহায্যে আরও বেশি করে তাদের সঙ্গীরা এগিয়ে আসুক এবং এমন একটি সুযোগ ও পরিবেশ তৈরি করে দিক যাতে তারা সফল হতে পারে।'' 'পিপুল ম্যাগাজিন' কে দেওয়া আরেক সাক্ষাৎকারে এমহফ বলেন, ''আমি তার সঙ্গী, আমি তার সব থেকে ভালো বন্ধু এবং আমি তার স্বামী। তার কারণেই আমি আজ এখানে। তাকে সব ধরনের সমর্থন দিতেই আমি এখানে।'' বন্ধুদের এক আড্ডায় পরিচয় হওয়ার পর ২০১৪ সালে কমলা হ্যারিস ও ডগলাস এমহফ বিয়ে করেন। হ্যারিসের প্রথম বিয়ে হলেও ডগলাসের এটি দ্বিতীয় বিয়ে। তবে চাকরি ছেড়ে দিলেও এমহফ এরই মধ্যে আমেরিকার নির্বাচিত নতুন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের 'ট্রানজিশন টিম'র সঙ্গে কাজ করা শুরু করেছেন বলে খবর প্রকাশ পেয়েছে। যদি এ খবর সত্যি হয় তবে হয়তো হোয়াইট হাউজের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁকে দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রসংঘে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন হিলারি ক্লিন্টন

ওয়াশিংটন, ১৪ নভেম্বর: ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হারিয়ে ৪৬তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরেই জো বাইডেনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ছিলেন হিলারি ক্লিন্টন। আর তার পর থেকেই জল্পনা তৈরি হয়েছিল যে বাইডেন প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছেন তিনি। রাষ্ট্রসংঘের আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হতে চলেছেন প্রাক্তন ফার্স্ট হিলারি ক্লিন্টন। একটি মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন সে কথাই বলছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য সারা বিশ্বে আমেরিকার যে ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে তা শোধরানোর দিকে নজর দিয়েছেন জো বাইডেন।

ঘূর্ণিঝড় ভামকোর তাণ্ডবে বিপর্যস্ত ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন্সে মৃত ৫৩

হ্যানয়, ১৪ নভেম্বর: টাইফুন ভামকোর তাণ্ডবে ওলটপালট ভিয়েতনাম। সাম্প্রতিক অতীতে এমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়নি ভিয়েতনাম। প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির ফলে দেশটির মধ্য উপকূল এলাকায় ভূমিধসও নেমেছে। ফলে পরিস্থিতি খুবই সঙ্গীন। অন্যদিকে ফিলিপাইন্সে এই টাইফুনের জেরে এখনও পর্যন্ত ৫৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। নিখোঁজ আরও ২২ জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফিলিপাইন্স প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার থেকে শুরু হওয়া প্রবল ঝড়বৃষ্টির ফলে প্রধান দ্বীপ লুজন ও উত্তর দিকে অবস্থিত কায়াগান ও ইসাবেলা প্রদেশে আচমকা বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় নেমেছে ভূমিধসও। এর ফলে এখনও পর্যন্ত ৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে ও জখম হয়েছেন ৫২ জন। পাশাপাশি নিখোঁজ রয়েছেন ২২ জন। তাঁদের সন্ধানে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা। জলমগ্ন হয়ে পড়া এলাকাগুলিতে বোটের সাহায্যে বন্যাদুর্গত মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে কায়াগানের গভর্নর ম্যানুয়েল মামবা জানান, দীর্ঘদিন এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়নি ফিলিপাইন্সের মানুষ। তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে সমস্যা হচ্ছে। প্রচুর জায়গা জলমগ্ন হয়ে পড়ায় সেখানে উদ্ধার কাজ চালানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই দেশের সরকারের কাছ থেকে হেলিকপ্টার চাওয়া হয়েছে। ফিলিপিন্সে তাণ্ডব চালানোর পর শনিবার ভামকো আছড়ে পড়ে ভিয়েতনামে। এর ফলে সেখানে শনিবার পর্যন্ত ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আগে থেকে সতর্কতা নেওয়া হলেও ভামকোর দাপট এতটাই ছিল যে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়নি। পাশাপাশি বেশিরভাগ জায়গায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি মৃত বা আহতদের সংখ্যাও।

তাণ্ডবের পর বিধ্বস্ত ফিলিপাইন।

হোটেল, জিমন্যাসিয়াম চালু হতেই বাড়ছে করোনা সংক্রমণ

নিউ ইয়র্ক, ১৪ নভেম্বর: হোটেল, রেস্তোরাঁ ও জিমন্যাসিয়াম ফের চালু হলেই দেখা যাচ্ছে কোভিড সংক্রমণ আরও বাড়ছে। গত মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত আমেরিকার বিভিন্ন শহরে গবেষণা চালিয়ে এই উদ্বেগজনক তথ্য পেয়েছে স্ট্যানফোর্ড ও নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নাল 'নেচার', এর সাম্প্রতিক সংখ্যায়।

গবেষকরা ওই তিন মাসে আমেরিকার বিভিন্ন শহরের ৯ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের মোবাইল ফোনে তাঁদের গতিবিধি সংক্রান্ত ডেটা সংগ্রহ করেছিলেন। সেখান থেকেই গবেষকরা জানতে পেরেছেন আমেরিকার ওই শহরগুলিতে গত মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে মোবাইল ফোনের ওই সব গ্রাহক কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন, তাঁরা সেই সব জায়গায় কতক্ষণ থেকেছিলেন, তাঁরা কত জনের সঙ্গে মিশেছিলেন এবং কাদের কাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন বা তাঁদের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন।

সেই সব তথ্যের ভিত্তিতে গবেষকরা একটা পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন পরবর্তীকালে ওই সব শহরে কোভিডে সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা বেড়ে কোথায় পৌঁছতে পারে। পরে দেখা গিয়েছে সেই পূর্বাভাস ৮৫ শতাংশ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। গবেষকরা দেখেছেন মহামারীতে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমেরিকার যে শহরগুলির যে যে এলাকায় হো[redacted] রেস্তোরাঁ ও জিমগু[redacted] যে এলাকায় ভিড় বেশি হয়েছে, সেই সব এলাকাতেই পরে কোভিড সংক্রমণের সংখ্যা বেশি বেড়েছে।

গবেষকদের পূর্বাভাস ছিল শিকাগোয় যদি সব হোটেল, রেস্তোরাঁ ও জিম আগের মতোই পূর্ণ সময়ের জন্য ফের চালু হয় তা হলে শহরে অন্তত আরও ৬ লক্ষ মানুষ সংক্রমিত হবেন কোভিড ভাইরাসে। গবেষণাপত্র জানাচ্ছে, শিকাগো শহরের ১০ শতাংশ জায়গায় সেই পূর্বাভাস ৮৫ শতাংশ সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

গবেষণাপত্রটি এও জানিয়েছে করোনা সংক্রমণকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখতে লকডাউন পর্বের মতো [redacted]টেল, রেস্তোরাঁ, জি[redacted] একেবারে বন্ধ রাখার [redacted] নেই।

সংশোধনী

গত ১৪-১১-২০২০ -তে প্রকাশিত এন পি আর ফিনান্স লিমিটেড-এর অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের একদম নীচের বাঁদিকে তারিখটি ১৩ নভেম্বর, ২০১৯ -এর পরিবর্তে ''১৩ নভেম্বর, ২০২০'' পড়তে হবে। ভুল প্রকাশের জন্য দুঃখিত।

লাদাখে সেনা প্রত্যাহারের খবর 'ভুল', জল্পনা উসকে দাবি চিনা সংবাদমাধ্যমে

বেজিং, ১৪ নভেম্বর: পূর্ব লাদাখ থেকে চিনের সেনাবাহিনী প্রত্যাহার নিয়ে সমঝোতার খবর উড়িয়ে দিল চিনের সরকারি সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবাল টাইমস'। দৈনিকটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এমন 'ভুয়ো খবর' দুই দেশের মধ্যে সমস্যা আরও জটিল করবে। সম্প্রতি, ভারতীয় সেনার সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা -সহ একাধিক সংবাদমাধ্যম দাবি করেছিল যে, প্যাংগং হ্রদ সংলগ্ন এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহার করার বিষয়ে রাজি হয়েছে দুই দেশ। উল্লেখ্য, প্যাংগং হ্রদের উত্তর পাড়ে ফিঙ্গার ৪ থেকে ৮ পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার এলাকা দখল করে রেখেছে চিন। পাল্টা গত অগাস্ট মাসে হ্রদটির দক্ষিণপারের পাহাড় চূড়োগুলির দখল নিয়েছে ভারতীয় ফৌজ। চিনের দাবি, ভারতকে আগে দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ফৌজ সরাতে হবে। ভারত সাফ জানিয়েছে, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় গত এপ্রিল-মে মাসের অবস্থানে ফিরে যাক লালফৌজ। এরেন চাপানউতোরের মধ্যেই ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয় যে, প্যাংগং-চুশুল এলাকায় সেনা প্রত্যাহারে রাজি হয়েছে দুই দেশ।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সীমান্তে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এখনও পর্যন্ত চিন ও ভারতের মধ্যে ৮ দফা সামরিক বৈঠক হয়ে গিয়েছে। নভেম্বরের ৬ তারিখ চুশুল বর্ডার পয়েন্টে দিল্লি ও বেজিংয়ের মধ্যে অষ্টম দফার কোর কমান্ডার স্তরের বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলেন বিদেশমন্ত্রকের যুগ্মসচিব নবীন শ্রীবাস্তব ও ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস-এর ব্রিগেডিয়ার ঘাই। ওই বৈঠকের পর সরকার দাবি করে, বৈঠকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে দুই পক্ষের মধ্যে গঠনমূলক ও গভীর আলোচনা হয়েছে। সামরিক ও কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা ও যোগাযোগ বজায় রাখতে রাজি হয়েছে দুই দেশ। কিন্তু তারপরই চিনা সরকারি সংবাদমাধ্যমের এহেন দাবিতে রীতিমতো জল্পনা তৈরি হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, নয়াদিল্লির উপর চাপ তৈরি করতে এটা বেজিংয়ের একটা কৌশল।

- খবর প্রকাশ করেছে গ্লোবাল টাইমস
- বলা হয়েছে, এমন 'ভুয়ো খবর' সমস্যা আরও জটিল করবে
- এখনও পর্যন্ত চিন ও ভারতের মধ্যে ৮ দফা সামরিক বৈঠক হয়ে গিয়েছে

অবশেষে ট্রাম্পের গলায় 'পরাজয়ের সুর', আত্মবিশ্বাসে ফাটল বিদায়ী প্রেসিডেন্টের

ওয়াশিংটন, ১৪ নভেম্বর: মার্কিন জনাদেশ স্পষ্ট। জনাদেশ গিয়েছে জো বাইডেনের পক্ষে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশ ছাড়া চিন-সহ প্রায় সব দেশই বাইডেনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। হোয়াইট হাউস দখলে রাখার আইনি লড়াইয়েও ধাক্কা খেয়েছে রিপাবলিকান শিবির। ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর এই প্রথম জনসমক্ষে করোনা নিয়ে বক্তব্য রাখলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তবে এদিন তাঁর গলায় স্পষ্ট ছিল পরাজয় মেনে নেওয়ার ইঙ্গিত।

এদিন, করোনা মহামারী নিয়ে ট্রাম্প সাফ জানান, তিনি আর কোনও লকডাউন করবেন না। তবে 'সময় বলবে' আগামীদিনে হোয়াইট হাউসে 'নতুন প্রশাসন' আসলে তারা লকডাউনের পথে হাঁটবে কি না। বিশ্লেষকদের মতে, যদিও ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের মুখে পরাজয়ের কথা এতদিন স্বীকার করেননি। বৈধ ভোটে নিজেকেই বিজয়ী হিসেবে দাবি করে, বিষয়টিকে আদালত পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছেন। বারবার বলেছেন জয়-পরাজয়ের নির্ণায়ক চূড়ান্ত হবে আদালতে। এ হেন ট্রাম্প কিন্তু এবার মনে মনে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন। শুক্রবার ডেমোক্র্যাট চ্যালেঞ্জার জো বাইডেনকে তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে স্বীকার করে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর পরাজয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ইউরোপের দেশগুলির মতো আমেরিকাতেও ফের উর্ধ্বমুখী করোনা সংক্রমণের গ্রাফ।

নির্বাচনে জনমত পেয়ে তাই প্রথমদিন থেকেই মহামারী মোকাবিলা করা হবে বলে বার্তা দিয়েছেন বিডেন। এদিন এই প্রসঙ্গেই কোভিড ভ্যাকসিনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট। আমেরিকাবাসীকে আশ্বস্ত করে তিনি দাবি করেন, ২০২১ সালের এপ্রিলের মধ্যেই দেশের সামগ্রিক জনসংখ্যার জন্য করোনার টিকা চলে আসবে।

তাইওয়ানকে চিনের অংশ নয় বলায় মার্কিন বিদেশসচিবকে হুমকি ড্রাগনের

বেজিং, ১৪ নভেম্বর: ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরাজয়ের পরেও বন্ধ হচ্ছে না চিন-মার্কিন দ্বৈরথ। দু'দিন আগে একটি সাক্ষাৎকারে মার্কিন বিদেশসচিব মাইক পম্পেও তাইওয়ানকে চিনের অংশ নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন। সেই মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে মার্কিন বিদেশসচিবকে সরাসরি হুমকি দিল বেজিং, যাকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার আমেরিকার একটি রেডিও সংস্থাকে সাক্ষাৎকারে মাইক পম্পেও বলেছিলেন, 'তাইওয়ান চিনের অংশ নয়। এবিষয়ে আজ থেকে সাড়ে তিন দশক আগে রোনাল্ড রেগান প্রশাসনের ঠিক করে দেওয়া নীতি মেনেই চলছে হোয়াইট হাউস। তাইওয়ানের মতো গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে যেকোনও রকম সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রয়েছে আমেরিকা। অতীতের মতো ভবিষ্যতেও তাইওয়ানকে সাধ্যমতো সাহায্য করব আমরা।'

শুক্রবার মার্কিন বিদেশসচিবের মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে তাঁর প্রবল সমালোচনা করে চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন। এই ধরনের মন্তব্য করে উত্তেজনা তৈরি করলে যোগ্য জবাব দেওয়া হবে বলেও হুমকি দেন তিনি। এপ্রসঙ্গে বলেন, 'তাইওয়ান চিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সংক্রান্ত সবকিছু চিনের অভ্যন্তরীণ বিষয়।'

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসডি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৩৩৮, তারিখ : ১১.১১.২০২০। সিনিয়র ডিএসটিই/শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ই-টেন্ডার নং. : ডিএসটিই/টি/২৪/২০-২১/আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নাম : শিয়ালদহ ডিভিশনের ট্র্যাক সার্কিটিং কাজ সম্পর্কিত সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার মূল্য : ১৫,৬০,৩৫৭.৫৮ টাকা। বায়না মূল্য জমা করতে হবে: ৩১,২০০ টাকা, টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ : ০৫.১২.২০২০। টেন্ডার জমা শেষের তারিখ : ১৯.১২.২০২০ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। টেন্ডার বিড খোলার তারিখ : ১৯.১২.২০২০ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে www.ireps.gov.in SDAH-110/2020-21

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-থেকেও পাওয়া যাবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসডি.টে[redacted]/এসডিএএইচ/৩৩৯, তারিখ [redacted]২০২০। সিনিয়র ডিএসটিই/শিয়ালদহ, [redacted] রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ই-টেন্ডার নং. : ডিএসটিই/টি/০৯/২০-২১/আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নাম : শিয়ালদহ ডিভিশনে সেন্টার টেস্টিং রুমে ডাটা লগারের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ২৫,৮৭,৫৯৮ টাকা। বায়না মূল্য জমা করতে হবে: ৫১,৮০০ টাকা, টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ : ৩০.১১.২০২০। টেন্ডার জমা শেষের তারিখ : ১৪.১২.২০২০ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। টেন্ডার বিড খোলার তারিখ : ১৪.১২.২০২০ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে www.ireps.gov.in SDAH-108/2020-21

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-থেকেও পাওয়া যাবে।

Dubrajpur Municipality
P.O.- Dubrajpur, Dist- Birbhum
Ph. No. (03462) 244362 E-mail- dubrajpurmunicipality@gmail.com

ABRIDGED TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited by the undersigned from bonafied, experienced agencies for the following NIT-
NIe-T No: 01/PATHASREE of 2020-21, Memo No - 1346/DM/2020 DT:- 09.11.2020. Document downloaded/ sale start date(on line): **10-11-2020** from 10:00 hrs. Tender Submission Closing date(On-Line) 27-11-2020 upto 17.00 hrs. 1Tender opening date for technical proposals (On-Line) 01-12-2020 at 10.00 hrs.
Details are available at the office of the undersigned on any working day or at website "**wbtenders.gov.in**.

Sd/-
Chair Person

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT)** No: **NGP-03/2020-2021 (2nd Call), NGP-04/2020-2021 (2nd Call), NGP- 06/2020-2021, Dated: 09-11-2020**. The last date for online submission of tender is **21-11-2020 (Saturday)** up to **12:00 Hours.**
For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Rina Sarkar Das
(Prodhan, Natungram G.P.)

Scanned with CamScanner